# অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

## ।। একটি ছোটগল্পের গল্প ।।

১৯৬৯ সালের কথা। তখন যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ি। আমরা যারা বিজ্ঞান বিভাগে পড়তাম আমাদের ক্লাস তখনো হতো পুরাতন কসবার পুরনো কলেজে। খড়কীর নতুন কলেজ ক্যাম্পাস কেবল তখন তৈরী হচ্ছে যেখানে শুধু আর্টস আর কমার্সের ক্লাস হতো। আমাদের সময়ে তখন বিজ্ঞানে হাতে গোনা খুব কম সংখক মেয়েরা পড়তো। মজার ব্যাপার হলো প্রতি ক্লাসের আগে স্যারেরা মেয়েদের কমনরুমের সামনে যেতেন। মেয়েরা তখন দল বেঁধে স্যারদের পিছে পিছে ক্লাসে আসতো। আবার একই কায়দায় ক্লাস শেষে স্যারদের পিছে পিছে কমনরুমে ফেরত যেত। ব্যাপারটা যদিও আজকের দিনে হাস্যরসের কিন্তু সে সময়কালে সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। আমাদের বাংলা পড়াতেন বিখ্যাত কবি এবং অধ্যাপক আজীজুল হক এবং অধ্যাপক আবূ নঈম। নঈম স্যার একদিন ক্লাসে এসে বললেন আজ আমাদের আলোচনা -ছোটগল্প। ছোটগল্পের সংজ্ঞা প্রকারভেদ বলছেন। এক পর্যায়ে বললেন ছোটগল্প এমনই একটা ভাবাবেগ যেখানে গল্পের শেষ হয়েও যেন তার সমাপ্তি নেই। তোমরা তোমাদের নিজেদের চিন্তা ভাবনায় সে গল্পকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারো। অনেক অব্যক্ত কথা ফুটে ওঠে ঐ গল্পের মাঝে। এভাবে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের পর বললেন ছোটগল্পের কোন সীমারেখা নেই। গল্পটা এক লাইনেরও হতে পারে। সেই এক লাইনের গল্পটাকে তুমি টেনে অনেকদূর নিয়ে যেতে পারো। আমি তোমাদের তেমনি এক লাইনের একটা গল্প বলবো উদহারণ হিসেবে। তবে গল্পটা এখন বলবো না - বলবো ক্লাসের শেষে। ক্লাসের শেষ পর্যায়ে স্যার তাঁর চক ডাস্টার আর রোলকলের খাতাটা হাতে নিয়ে একলাইনের গল্পটা বলেই হন হন করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন আর মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

এই সে মিষ্টি স্মৃতিটা সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেদিন পত্রিকায় একটি সংবাদ শিরোনাম দেখে - 'চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শীর্ষেন্দুর চিঠির উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী'। শিরোনামটা পড়েই মনে হলো একটা ছোটগল্প পড়ে ফেললাম। পুরো সংবাদ না পড়ে গল্পটা ভাবতে লাগলাম। নিশ্চয়ই কোন এক শীর্ষেন্দু তার দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের কথা বা কোন বিশেষ সমস্যার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি লিখেছে। এবং কোমল মাতৃহৃদয়ের প্রধানমন্ত্রী শীর্ষেন্দুর অভিপ্রায়ের জবাব বা সমাধান দিয়েছেন। শিরোনামের ছোটগল্পটা ক্রমশঃ যেন এক রূপকথার গল্পে মোড় নিলো। দেশমাতা - যাঁর কাছে সব চাওয়া যায় তাঁর কাছেই চাইলো এবং তিনি দিয়ে দিলেন। তাঁর কাছেই তো সরাসরি যাওয়া যায় বা বার্তা পৌঁছে দেয়া যায়। কী ছিলো তবে শীর্ষেন্দুর সেই চিঠিতে?

শীর্ষেন্দু বিশ্বাসের গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠী জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলার ছয়আনী গ্রামে। বাবার চাকুরীর সুবাদে তারা পটুয়াখালী থাকে। সংক্ষিপ্ত পথে বাড়ী যেতে হলে পটুয়াখালী-মির্জাগঞ্জ সড়কে খরস্রোতা পায়রা নদীটি পাড়ি দিতে হয় তাদের। পায়রাকুঞ্জ ফেরী ঘাটে একটি ফেরী থাকলেও তা নিয়মিত ভাবে চলাচল করে না। যাত্রীদের পারাপারের অবলম্বন ছোট-ছোট ট্রলার ও নৌকা। গত আগষ্ট মাসে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভয়াল এ নদীতে প্রচন্ড ঝড়ে পড়তে হয় তাদের। তখন শীর্ষেন্দু ট্রলারে খুব ভয় পায়। ও ভেবেছিলো ও বুঝি এই ঝড়ে ওর বাবা মাকে হারিয়ে ফেলবে। শীর্ষেন্দু ওর বাবা মাকে হারাতে চায় না। হঠাৎ করে গত ১৫ আগষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বসে শীর্ষেন্দু। লেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী - আমার বাবা মাকে আমি এভাবে মরতে দিতে চাই না। পায়রা নদীর উপরে একটি সেতু নির্মান করে আমার বাবা মাকে বাঁচান। এটা তার পরিবারের কারো জানা ছিলো না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে গত ৮ সেপ্টেম্বর ঐ চিঠির জবাব আসে। ২০ সেপেটম্বর চিঠিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে পৌঁছে। চিঠির জবাবে প্রধানমন্ত্রী শীর্ষেন্দুর এ উদ্বেগের প্রশংসা করে নদীটির উপর সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন। শুধু আশ্বাসই নয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সেতুর কাজও শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

রূপকথার দেশ বাংলাদেশ না হলেও অবিশ্বাস্যরকমভাবে দেশটি এগিয়ে যাচ্ছে যা এখন বিশ্বজুড়ে আলোচিত হচ্ছে। বিশ্বে আজ বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক সুদৃঢ় লক্ষ্য নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশকে আগ্রহী করে তুলছে। বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করছেন কী করে বাংলাদেশ এত উন্নতি সাধন ও দ্রুত এগিয়ে চলছে। মাত্র ৭ বছরে জিডিপি ৫ থেকে ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়া, একই সময়ে বিদ্যুত উৎপাদন ৩২০০ থেকে ১৪ হাজার ৪৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত করার বিষয়টি সত্যিই ম্যাজিক! তাছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে পদ্মা সেতু এবং আরও অনেক মেগা প্রজেক্ট।

বাংলাদেশ সরকার কেবল দেশের অভ্যন্তরে উন্নয়ন–রাজধানী ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী নান্দনিক অবকাঠামো নির্মাণেই সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আমেরিকা কানাডা সফরের সময়ে নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন কমনওয়েল্থ-এর মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড। নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে গৃহীত সংস্থাটির নতুন একগুচ্ছ কর্মসূচীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন চেয়েছেন তিনি। প্যাট্রিসিয়া জানিয়েছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে নতুন একগুচ্ছ কর্মসূচী হাতে নেবে কমনওয়েলথ। বিশেষজ্ঞদের মতে, পদ্মা সেতু হয়ে গেলে জিডিপি ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এতে করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। বাংলাদেশ আজ চাল রফতানি করছে, মাছ বা প্রোটিন উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ, তা ছাড়াও তৈরি পোশাক রফতানিতে দ্বিতীয়। শিক্ষার হার ৭০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ ছাড়িয়েছে ২৯ বিলিয়ন ইউএস ডলার। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। জিডিপি ৭.০২%। এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের দশ প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতার অন্যতম। জাতিসংঘে নারী পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ানের জন্য "প্লানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন" এবং এজেন্ট অব চেঞ্জ এজেন্ট এ্যাওয়ার্ড ' বিরল সম্মান অর্জন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার রোল মডেল স্থাপন করেছে। গত সাত বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৮ থেকে নেমে ৪৪তম অবস্থান অর্জন করেছে। ক্রয় ক্ষমতার সক্ষমতার তালিকায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৩২তম।

সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে ধানমন্ডীর ৩২ নম্বরে গিয়ে অতিথি স্বাক্ষর বইতে লেখেন, "সহিংস ও কাপুরুষোচিতভাবে বাংলাদেশের জনগণের মাঝ থেকে এমন প্রতিভাবান ও সাহসী নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়া কী যে মর্মান্তিক ঘটনা! তারপরও বাংলাদেশ এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে, তারই কন্যার নেতৃত্বে। যুক্তরাষ্ট্র তার সেই স্বপ্ন পূরণে বন্ধু ও সমর্থক হতে পেরে গর্ববোধ করে। এখন এ সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে চাই এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা যৌথভাবে কাজ করছি।"

এই যখন দেশ এবং প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান তখন কিছু হাইব্রীড নেতা প্রধানমন্ত্রীর নেকনজরে পড়বার জন্য ( সামনে তো আওয়ামী লীগের কাউন্সিল) হঠাৎ ধুয়ো তুললেন জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার পদক কেড়ে নিতে হবে। এবং প্রধানমন্ত্রী সেটা করলেনও। ব্যাপারটা মশা মেরে হাত নষ্ট করা হলো না? জেনারেল জিয়াকে যখন এ পদক দিয়েছিলো বিএনপি সরকার তখন সে পদক দেয়া হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুকেও (হা কপাল যিনি আনলেন স্বাধীনতা তাঁকে দেয়া হলো স্বাধীনতা পদক)। সরকার তো বললো না আমরা একই সাথে বঙ্গবন্ধুকে দেয়া স্বাধীনতা পুরস্কারটাও প্রত্যাহার করলাম। আমার মনে হয় এই সংকীর্ণমনতা পরিহার করার সময় এখন এসে গেছে সরকারের জন্য। আমরা এখন ভাবছি সিঙ্গাপুর কুয়ালাামপুর হতে আর কত বাকী আমাদের দেশের? প্রধানমন্ত্রী বিশ্বশিশু দিবস উপলক্ষে এই সেদিনই বললেন দেশের কোন শিশু শিক্ষা বঞ্চিত হবে না - কোন শিশু অনাহারে থাকবে না। আমরা এখন সেসব লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার চিন্তা ভাবনা করছি, প্রধানমন্ত্রী করছেন তাঁর সরকারও করছে। প্রধানমন্ত্রীর সরকারের লক্ষ্য এখন কত উঁচুতে। অবস্থান তারও উঁচুতে। সেখানে সংসদ ভবনের সামনে থেকে জেনারেল জিয়াসহ অন্যান্য কবর সরানোর চিন্তাটা যৌক্তিক হলেও কী সময়োপযোগী? প্রগতি আর উন্নয়নের মহাসড়কে 'কাবাব মে হাড্ডি' হয়ে যাচ্ছে না? ধরে নিলাম মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীর কথানুসারে ওখানে জিয়াউর রহমানের কোন লাশ

নেই বা ছিলো না কিন্তু ওখানে তো কমপক্ষে ৭-৮ কোটি মানুষের সেন্টিমেন্ট মিশে আছে। মুসলিম লীগকে নিস্প্রভ করতে তো কোন কবর তুলতে হয়নি ওদের কর্মফলে ওরা নিজেরাই নিষ্প্রভ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভবিতব্যের কথা কে বলতে পারে। যদি এমনদিন আসে যে নানান পঙ্কীল কুটিল ষড়যন্ত্রের কারণে বঙ্গবন্ধুর কবর সরানোর জন্য আজকের ভিক্টিমরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে? জানি একটা অবাস্তব কথা বলে ফেললাম তবে ইতিহাস নিজের গতিতেই পুনঃ ইতিহাসের জন্ম দেয় আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে সে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। কবর সরানোর থেকেও জরুরী খাদিজা নার্গিসদের যারা প্রকাশ্যে চাপাতি দিয়ে হত্যা চেষ্টা করে সেই সব দলীয় লোকজনকে স্তব্ধ করে দেয়া। ঘটনা ঘটার পর বিবৃতি দিয়ে বলা যে অপরাধী আমাদের দলের লোক নয় বা আগে ছিলো এখন নয় এতে করে সমাধান আসবে না বরং অন্যদের উৎসাহিত করবে। যথাযথ বিচার হচ্ছে না বিধায় এ ধরণের অপরাধের কমতি নেই। প্রধানমন্ত্রী যদি এতো সফলভাবে জঙ্গী দমন করতে পারেন তবে এটা কেন পারবেন না। জঙ্গী এবং এই পঁচা শামুকগুলো শান্তি স্থিতিশীলতার প্রতিবন্ধক। উন্নয়নের জোয়ারের পাশাপাশি এই নরপশুতার চিত্র বেমানান। লজ্জার।

সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক চলে গেলেন। সাহিত্য সংস্কৃতির সকল ভূবনে যাঁর সফল ছোঁয়া এমন মানুষ আর সহজে আসবেন কী না কে জানে তো সেই সব্যসাচীকে দেখতে সাহস দিতে একটু শান্তি দিতে হাসপাতালে বাসায় ছুটে গেছেন সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক-বাহক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিল্পী সাহিত্যিক কবি লেখক সবার বিপদের বন্ধু শেখ হাসিনা। শীর্ষেন্দু থেকে শুরু করে সব্যসাচী - সবার তথা ষোল কোটি মানুষের অভিবাবক এবং আশার প্রতীক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর আর জঞ্জাল বেষ্টিত হবার সময় নেই। সামনে তাঁর অনেক কাজ। আশা করছি আসন্ন সম্মেলনে তিনি জঞ্জাল হাইব্রীড সব পরিষ্কার করে ফেলবেন। এরাই আগুয়ান প্রধানমন্ত্রীকে কেবল পেছন থেকে টেনে ধরছে। বাংলাদেশের মহাথির শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আজ বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত এবং অনুকরনীয় হচ্ছে। শুধু অন্তর্জ্বালায় জ্বলছে তারা যাদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। আর যারা গনতন্ত্র গনতন্ত্র করে চিৎকার করছেন। তাঁদের গনতন্ত্রের অর্থ হলো ক্ষমতায় যাওয়া। উন্নয়নের ছোঁয়া যখন তাঁদের গায়ে লাগতে শুরু করবে ( এখনই লাগতে শুরু করেছে) তখন তাঁরাও বলবেন আগে উন্নয়ন - পরে গনতন্ত্র। কারণ গনতন্ত্রের নমুনা তো আমরা গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেখছি। আসুন হিসাব মিলাই পঁয়তাল্লিশ বছরে কখন দেশ কী ধরণের গণতান্ত্রিক অবস্থায় ছিল এবং সে গনতন্ত্র থেকে দেশ কী পেয়েছে।

যাক অনেক কথা হলো। আমার ছোটগল্পটাও অনেক বড় হয়ে গেলো। তো নঈম স্যারের সেই এক লাইনের ছোটগল্পটা তো বলা হলো না এখনো, ওটা বলেই শেষ করছি। ক্লাসের শেষ পর্যায়ে স্যার তাঁর চক ডাস্টার আর রোলকলের খাতাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়ে বললেন - এক লাইনের সেই ছোটগল্পটা হলো - পাড়ার সমস্ত ছেলেকে পাগল করিয়া মেয়েটি তখনো প্রতিদিন ছাদে উঠিয়া চোখের এক্সারসাইজ করিতো।